কুট্টান সুখ খুঁজে পেল

লিখেছেন সেরিন কাসিম
আর ছবি এঁকেছেন সোনাল পানসে

কথা থেকে প্রকাশিত একটি 300m থিংকবুক

এই সমস্ত আইএলআর বইগুলি

আনন্দ নিতে এবং জানার জন্য পড়ুন

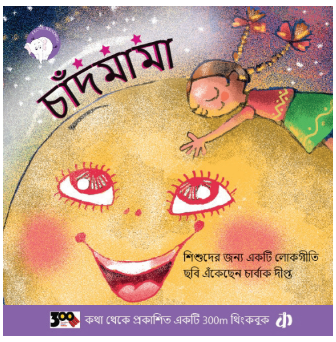

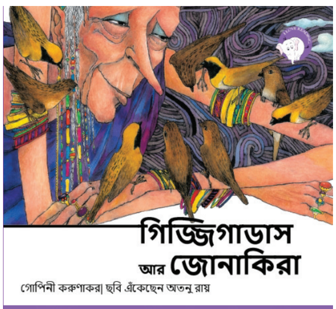

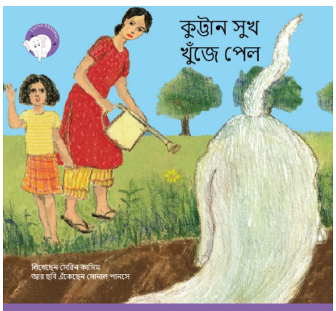

FOR OUR BOOKS

www.books.katha.org

"গল্পের মাধ্যমে
ভারতের
বহুসাংস্কৃতিক
পরিচয়।"
– দ্যা পাইওনিয়ার

ছোটদের জন্য

কথা একটি বই

ISBN 978-93-88284-81-3
9 789388 284813
XXX
www.katha.org

ইন্ডিগো সিরিজ

দুপুর বেলা অনেকক্ষণ ঘুমানোর পরে কুট্টান জেগে উঠল। তার তিনটি ছোট্ট জ্ঞাতি ভাই লাফালাফি করছিল, সবাই বেশ উত্তেজিত।

নিশ্চয়ই দারুণ কিছু একটা হয়েছে। অন্তত ছোট তিনটির জন্য তো বটেই। তারা খুবই ছোট। আর কুট্টান বেশ বড় হয়ে গিয়েছে। সে অনুভব করল

খুব বড় হয়ে গিয়েছে!

সে শরীরটাকে অলসভাবে টান টান করল, নিজেকে পুরো ঝাঁকিয়ে নিল, এবং সে যেন খুব বড় হয়ে গিয়েছে এমন একটা ভাব করে গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে তার জ্ঞাতি ভাইদের কাছে গেল।

ঠিক এই সময়ে তার চোখ পড়ল সবুজ পাতার মধ্যে উজ্জ্বল হলদে একটা জিনিসের উপরে। সকালে সে যখন ঘুমাতে এলো তখন তো সেটা এখানে ছিল না।

ভীতু গলায় তার একটা ভাই তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি? আমরা তো এই রকমের কোনও কিছু কখনোই দেখিনি!"

কুট্টান বিজ্ঞের মতো হেসে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল "মররররর।

অবশ্যই, আমি জানি! কি একখানা প্রশ্ন!"

গতবছর সে এই জিনিসই দেখেছিল, আর মা বেড়াল তাকে সেটা বুঝিয়েছিল। কিন্তু এখন সে সবকিছুই ভুলে গিয়েছে।

সে কি বোকা!

গতবার, এক ভদ্রমহিলা মাটি খুঁড়ে, জল দিয়ে তার উপরে একটা জাল লাগিয়ে দিয়েছিলেন।কুট্টান খুবই দুষ্টু, আর সেই ভদ্রমহিলাও তা জানতেন।

তারপরে পাতা বেরোল। আর মাটি থেকে লাল রঙের কিছু একটা বেরিয়ে এল। কুট্টান ভয় পেয়েছিল!
কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা আর তার মেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন।

কুট্টান ভাবল, এটা তখন লাল ছিল, আর এখন হলুদ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা একই জিনিস! আমি এর নামটা কেন মনে করতে পারছি না?

কুট্টান ভাবল যে তার কিছু বলা উচিত, "ঠিক আছে। তোমরা তিনজন শোনো। ভদ্রমহিলা এই মাটি ভালবাসেন। প্রত্যেক বছর তিনি এটা খোঁড়েন। তারপরে তিনি এতে প্রচুর জল ঢালেন। তারপরে আমরা যখন এটা খোঁড়ার চেষ্টা করি, তখন তিনি আমাদের তাড়িয়ে দেন।

তারপরে তিনি মাটিতে ছোট্ট ছোট্ট পুঁতি পুতে দেন।
কখনও সাদা।
কখনও কালো।
আর তারপরে কি হয়?"
"কি হয়?" ছোট্ট বেড়ালছানারা চেঁচিয়ে জানতে চাইল।

"সবুজ রঙের এই ছোট্ট মানুষগুলি মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। ওরা এইগুলিকে পাতা বলে। যেমন আমাকে কুট্টান বলে ডাকা হয়," সে বুঝিয়ে বলল।
"ও, কিন্তু আমরা তো তা জানি," বেড়ালছানাগুলি বলল। "এই হলুদ জিনিসটা কি?"
আমাদের বলোনা **পুলিইইজ**!"

ব্যস, সে আটকে গেল। এরপর কি বলতে হবে সে তো আর তার জানা নেই।
তারপরে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো।

"সুখ!" সে চিৎকার করে উঠলো।

"সুখ?" ছানাগুলি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"হ্যাঁ। তোমরা বোঝ না? বাতাসে দুলবার সময় তাদের কি সুন্দর দেখায়। সব সবুজ জিনিসই আমাদের সুখী করে তোলে। ঠিক?"

পাতাগুলি গজাতে দেখে মানুষও খুশি হয়। কাজেই লেজ ছাড়া সব সুখী মানুষ আর সব সুখী বেড়াল মানুষ পাতাগুলিকেও সুখী করে তোলে।

আর তারপরে তারা আমাদের এই ছোট সুখগুলি দেয়।

এটা হল হলদে সুখ। গত বছর আমি একটা লাল সুখ দেখেছিলাম। এইগুলি খুব সুন্দর, তাইনা?"

এবারে বেড়াল ছানারা বুঝতে পারল। "ওহ দেখো!" তারা খুশিতে বলে উঠল, "এমনকি মৌমাছি আর প্রজাপতিরাও এদের ভালোবাসে।"

"অবশ্যই", কুট্টান বলল, "সবাই এদের ভালোবাসে!"

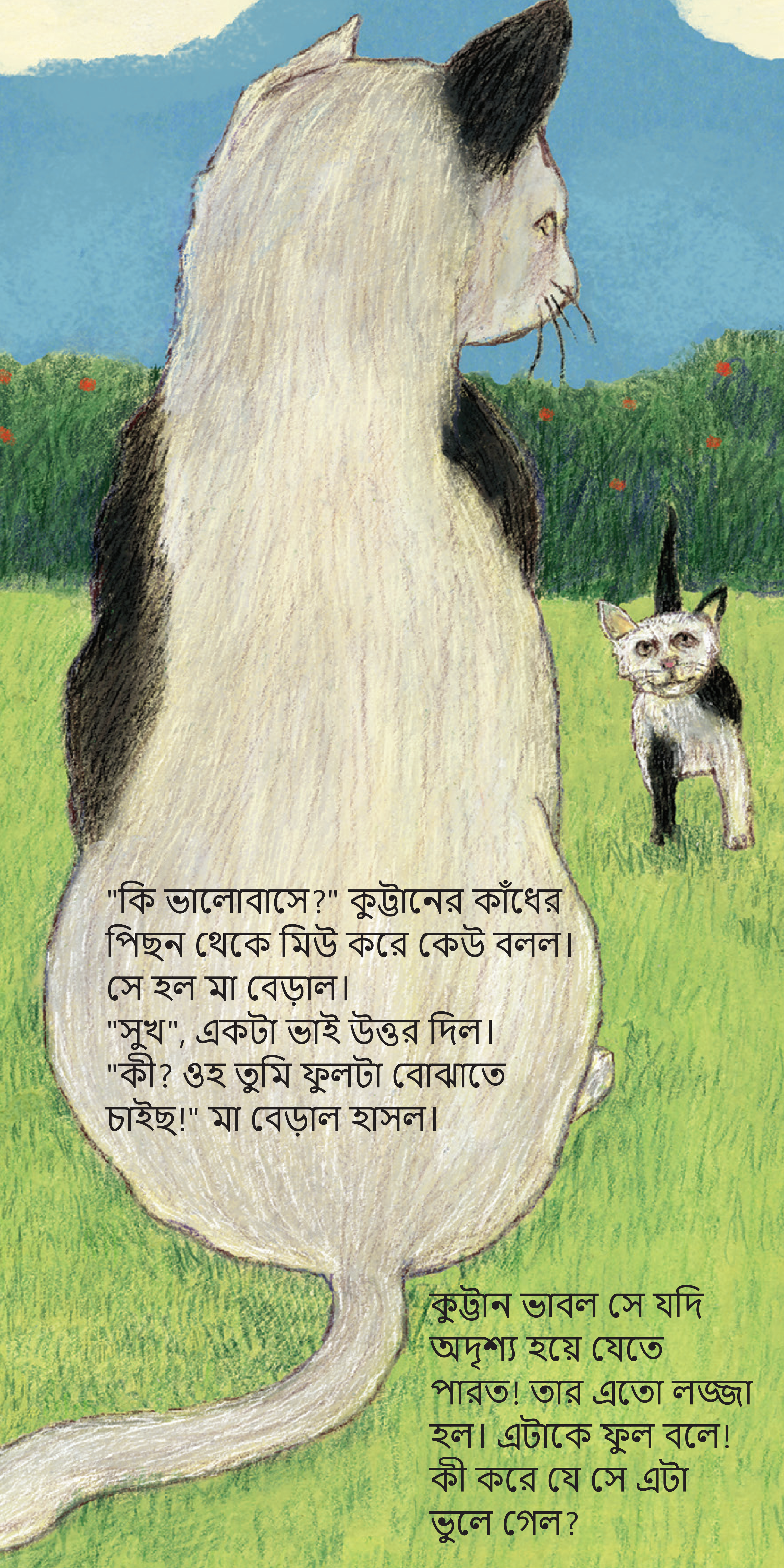

"কি ভালোবাসে?" কুট্টানের কাঁধের
পিছন থেকে মিউ করে কেউ বলল।
সে হল মা বেড়াল।
"সুখ", একটা ভাই উত্তর দিল।
"কী? ওহ তুমি ফুলটা বোঝাতে
চাইছ!" মা বেড়াল হাসল।

কুট্টান ভাবল সে যদি
অদৃশ্য হয়ে যেতে
পারত! তার এতো লজ্জা
হল। এটাকে ফুল বলে!
কী করে যে সে এটা
ভুলে গেল?

দুটো ভাই কুট্টানকে মুখ ভেংচে চলে গেল। কিন্তু তিন নম্বরটা থেকে গেল, আর বলল "মন খারাপ কোরোনা। তুমি যা বলেছ আমার তা খুব ভালো লেগেছে। আমার মনে হয় সুখ একটা ভালো নাম। হয়তো তুমিই ঠিক।" এবার কুট্টানের খুব ভালো লাগল।

হয়তো সবাই কোনও না কোনও সময়ে ঠিকই বলে। আবার সবাই কোনও না কোনও সময়ে ভুলও করে। সে যতদূর জানে ফুল হল সুখ।

সুতরাং, নিজেকে নিয়ে আর তার ছোট্ট ভাইকে নিয়ে আর সুখী ফুলগুলোকে নিয়ে সে খুশিতে লাফাতে লাগল। এখন সে খুবই খুশি। এতো খুশি যে নিজেকে আবার একটা ছোট্ট বেড়ালছানার মত মনে হতে লাগল।

সেরিন কাসিম একটা সুন্দর জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ভ্রমণ করেন। এখন তিনি লন্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে দক্ষিণ এশিয়ার বিষয় নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করছেন। বিশ্বকে বাঁচানোর স্বপ্ন দেখার সময় তার লেখার প্রবণতা জাগে।

সোনাল পানসে মহারাষ্ট্রের নাসিকে থাকেন। তিনি একজন ফ্রিল্যান্স শিল্পী এবং লেখিকা। তিনি বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াতে বাস্তবসম্মত, কল্পনাপ্রসূত এবং বিমূর্ত শিল্পকর্ম রচনা করেন। তাঁর কাজ ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশনাগুলিতে স্থান পেয়েছে। তিনি লন্ডন এবং মুম্বাইয়ে তাঁর চিত্রকর্ম প্রদর্শন করেছেন। এখন তিনি একটি উপন্যাস লেখার কাজ করছেন।

KATHA

কথা একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অলাভজনক সংস্থা (www.katha.org),যা ১৯৮৮ সাল থেকে স্বাক্ষরতা থেকে সাহিত্য পর্যন্ত সব কিছু নিয়েই ধারাবাহিক ভাবে কাজ করে চলেছে। দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রকাশনা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রায় ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

ভারতের মুকুটে একটি শিক্ষামূলক রত্ন। - নায়েওকি শিনোহারা, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আইএমএফ

"বিশ্বের সমস্ত শহরগুলিতে সাধারণ এবং চরম দুর্দশা নিয়ে কর্মরত সমস্ত সৃজনশীল প্রকল্পগুলির একটি দৃষ্টান্ত হল কথা।"
- চার্লস ল্যান্ড্রি, দ্যা আর্ট অফ সিটি মেকিং

"শিশুদের জন্য কথার মনে সত্যিকারের একটি কোমল স্থান রয়েছে। তাই ... শিশুদের জন্য এই জাতীয় চমৎকার বইগুলির সৃষ্টি করে।"
— টাইম আউট

"কথা যে ধারণার ভিত্তিতে কাজ করে তা হল শিশুরা তাদের সমাজে বাস্তব এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারে, যেমন তারা [তাদের বইতে] আনে।"
— পেপারটাইগারস

এই সংস্করণটির প্রথম প্রকাশনা 2021
স্বত্ব © কথা, 2007, 2021
পাঠ্যস্বত্ব © সেরিন কাসিম
চিত্রস্বত্ব © কথা
এ3, সর্বোদয় এনক্লেভ, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নয়া দিল্লি 110 017
ফোন: 91-11 4141 6600 . 4141 6610
ই-মেইল: editors@katha.org, ওয়েবসাইট: www.katha.org
ISBN 978-93-82454-65-6

আমাদের উদ্দেশ্য: প্রতিটি শিশু যেন ভালোভাবে এবং আনন্দের জন্য পড়ে! ১৯৮৮ সালে শুরু হওয়া কথা একটি নিবন্ধীকৃত অলাভজনক সংস্থা। আমরা স্বাক্ষরতা থেকে সাহিত্য পর্যন্ত সব কিছু নিয়েই কাজ করি। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের আনন্দবর্ধনে নিয়োজিত থেকে, আমরা ১,০০,০০০-এরও বেশি দরিদ্র শিশুদের ভালো মানের বই ও সহায়তা দিয়ে গ্রেড-স্তরের পড়াশোনায় নিয়ে আসার জন্য কাজ করি।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত! প্রকাশকের থেকে আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনও অংশই কোনও ভাবে পুনরুৎপাদন অথবা ব্যবহার করা যাবে না।

এই বইগুলির বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয়ের ১০% অবহেলিত শিশুদের পড়াশোনা ও আজীবন শিক্ষার কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়।